প্রথম আলো

ধনগর এলাকায় ডিআইটি প্রধান

চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে
দিকে তোলা ● প্রথম আলো

য় শিশু কোলে এই মা গন্তব্যে
● ছবি : প্রথম আলো

সংস্কৃতি সংবাদ

কবির মুখোমুখি কবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আয়োজনটি ব্যতিক্রমী—কবির সঙ্গে কবি, কবির মুখোমুখি কবি। অনুষ্ঠানে আয়োজকদের একজন বিষয়টিকে উল্লেখ করেন জার্মানির এক কবির সঙ্গে বাংলাদেশের দুই কবির 'মোলাকাত' হিসেবে। বললেন, 'এই মোলাকাত হয়তো দুই দেশের কবির মধ্যে লড়াই।' লড়াইয়ে জার্মানির কবি হেনড্রিক জ্যাকসনের মুখোমুখি বাংলাদেশের দুই কবি সাজ্জাদ শরিফ ও শাহনাজ মুন্নী। সেই লড়াইটিতে অন্য কেউ নয়, জয়ী হয়েছে কবিতাই। গতকাল সন্ধ্যায় 'পোয়েট ট্রানস্লেটিং পোয়েট' শিরোনামে ধানমন্ডির গ্যেটে ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে যেন নতুন সংস্কৃতির সেতু রচিত হলো কবিতার মাধ্যমে।

নিজের অনুবাদে জার্মান ভাষায় হেনড্রিক জ্যাকসন পড়ছেন বাংলাদেশের সাজ্জাদ শরিফ ও শাহনাজ মুন্নীর কবিতা, আবার হেনড্রিকের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে সেটি দর্শককে শোনাচ্ছেন বাংলাদেশের এ দুই কবি। ফাঁকে ফাঁকে কবিরা জানাচ্ছেন, কবিতা অনুবাদের প্রক্রিয়া ও তাঁদের অনুভূতি।

গ্যেটে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ইউডিথ মাশবার্গারের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। কবিরা ছাড়াও আরও বক্তব্য দেন এই প্রকল্পটির সম্পাদকীয় উপদেষ্টা রেশমি ধনবানি ও কলকাতা গ্যেটে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা পার্থ প্রতিম চট্টোপাধ্যায়।

জার্মান ভাষায় কবিতা পড়ছিলেন হেনড্রিক, উপস্থিত শ্রোতাদের অধিকাংশই বুঝতে পারছিলেন না ভাষাটি, কিন্তু কবিতার তাল-লয় দোলা দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই। সব মিলিয়ে এক কাব্যময় আবেশে ভেসে গেলেন সবাই।

কবিরা একে একে যখন মেলে ধরলেন তাঁদের অনুভূতি, গ্যেটে ইনস্টিটিউটের ছোট্ট মিলনায়তনে তখন খেলা করছিল অন্য রকম এক ছন্দ। 'আমার অনুভূতি চমৎকার। কারণ আমার সঙ্গে যে কবিরা কাজ করেছেন, তাঁরা আমার কবিতার অনুভূতি বুঝতে পেরেছেন', বলছিলেন হেনড্রিক জ্যাকসন। অন্যদিকে, অনুভূতি জানাতে গিয়ে সাজ্জাদ শরিফ বললেন, 'আমি আগেও অনেকের কবিতা অনুবাদ করেছি। তবে এ প্রকল্পে যখন হেনড্রিকের কবিতা অনুবাদ করছিলাম, তিনি আমার সামনে ছিলেন। ফলে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করে, কথা বলার ভিত্তিতে আমাকে অনুবাদ করতে হয়েছে। আমার জন্য এ অভিজ্ঞতা নতুন ও চমকপ্রদ।'

একইভাবে নিজের বক্তব্যে শাহনাজ মুন্নীও জানালেন মুগ্ধতা, 'যখন কাজটি করতে শুরু করেছি তখন জানতাম না কীভাবে করব; কিন্তু কাজ শেষে আমি দারুণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি।'

গ্যেটে ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধান ও বার্লিনের লিটেরাটুরভার্কস্টাট-এর সহায়তায় গড়ে ওঠা 'পোয়েট ট্রানস্লেটিং পোয়েট' মূলত একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পে অংশ নেবেন জার্মানি ও দক্ষিণ এশিয়ার মোট ১৮টি ভাষার ৪৮ জন কবি। এখানে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এ প্রকল্পে অংশ নিয়ে কবিরা যেমন পরস্পরের মধ্যে ভাবনা বিনিময় করবেন, তেমনি যৌথ কর্মশালার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের নির্বাচিত কিছু কবিতা অনুবাদ করবেন একে অপরের ভাষায়। তারই সূত্র ধরে বাংলাদেশে এসেছেন হেনড্রিক। 'পোয়েট ট্রানস্লেটিং পোয়েট' প্রকল্পে জার্মানি ও বাংলাদেশের এই তিন কবি প্রায় এক সপ্তাহ একসঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। কালকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটির একটি পর্ব শেষ হলো।

'ম্যাকবেথ' ও 'কোকিলারা' মঞ্চস্থ

শিল্পকলা একাডেমীতে আয়োজিত গঙ্গা-যমুনা নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবের সপ্তম সন্ধ্যায় গতকাল মঞ্চায়িত হলো *ম্যাকবেথ* ও *কোকিলারা*।

পদাতিক নাট্য সংসদ, টিএসসি প্রযোজিত *ম্যাকবেথ* মঞ্চায়ন হয় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে এবং থিয়েটার প্রযোজিত *কোকিলারা* মঞ্চস্থ হয় পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তনে। থিয়েটার (বেইলি রোড) প্রযোজিত নাটকটির রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। নবরূপায়ণ করেছেন সুদীপ চক্রবর্তী। অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার একক অভিনয় করেছেন *কোকিলারা* নাটকে।

কোকিলারা নাটকে ফেরদৌসী মজুমদার
● ছবি : সংগৃহীত

গতকাল গ্যেটে ইনস্টিটিউটে সমসাময়িক জার্মান ও বাংলাদেশি কবিতার অনুবাদ, পাঠ এবং আবৃত্তির অনুষ্ঠান 'পোয়েট ট্রানস্লেটিং পোয়েট' প্রকল্পে কবিতা পড়ছেন জার্মানির কবি হেনড্রিক জ্যাকসন। মঞ্চে বসে আছেন (বাঁ থেকে) কলকাতা গ্যেটে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, বাংলাদেশের দুই কবি সাজ্জাদ শরিফ ও শাহনাজ মুন্নী এবং প্রকল্পের সম্পাদকীয় উপদেষ্টা রেশমি ধনবানি ● ছবি : প্রথম আলো